



বুলেটিন / শুক্রবার / এপ্রিল ১৭, ২০২২

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারণে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ 'পাঁচ মিনিটের পড়া'।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।
- ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুপক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।
- এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সূত্রগুলোর সাথে।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

<https://conta.cc/3L8sV0k>

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
ভাবানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী



সামাজিক পরিবর্তনে 'ওয়াকফ'-এর ভূমিকা

"যারা তাদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

-সূরা আল-বাকারাঃ আয়াত ২৭৪

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বাস্তব, কার্যকর এবং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোরআনের দানশীলতার আহ্বানকে এক বাস্তবমুখি উদ্যোগ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রত্যাশায় মুসলমানরা সম্পত্তি বা জমি দান করেন যা মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে সকলে দেখেন। মুসলিম বিশ্ব জুড়ে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি ওয়াকফ নামে পরিচিত ছিল। ওয়াকফ প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে এর কার্য সম্পাদনের জন্য একজন আইনগতভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিয়োগ করেন। এই ধরনের ট্রাস্টগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল, স্কলারশিপ এবং শিক্ষার প্রচারকে সহযোগিতা করে এবং অর্থায়ন গবেষণা এবং ভ্রমণকে সমর্থন করে। যেমন জর্জ মাকদিসি (George Makdisi) তার এক গবেষণা প্রবন্ধ, দ্য রাইজ অফ কলেজে (The Rise of Colleges, waqfs) দেখিয়েছেন যে, মুসলিম সভ্যতার ধ্রুপদী যুগে বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশের জন্য 'ওয়াকফ' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সমসাময়িক সময়ে মুসলমানরা দানের এই বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা ভুলে গেছে। বলতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে দানের প্রচলন এখন সম্পূর্ণভাবে মসজিদ নির্মাণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়া দেওয়ার সাথে জড়িত।

দেশে-বিদেশে সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজনের আলোকে করণীয় পদক্ষেপ নিতে তাই উপরোক্ত আয়াতটির পটভূমি আমাদেরকে 'ওয়াকফ' -এর মত উদ্যোগের মাধ্যমে যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে ও মানবতার কল্যাণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

সূত্রঃ "Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam" - Ziauddin Sardar, p. 194



সতর্কতা

আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন:

'একজন মুমিনকে একই গর্ত থেকে দুইবার দংশন করা হয় না'।

মুসলিম, ইবনে মাজাহ

নবী (সাঃ) এখানে “কামড়ানো” শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মূলতঃ সরীসৃপ বা অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ের সাথে সম্পর্কিত। এই হাদিসটির অর্থ হল, যদিও একজন বিশ্বাসীর পক্ষে সাপ বা অনুরূপ প্রাণীর কামড়ের শিকার হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা, কারণ তা তার অজান্তে হয়েছে, কিন্তু তবুও একই রকমের ঘটনা দ্বিতীয় বার ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। তাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যেন সে একই ভুল দুবার না করে, অথবা বাস্তব বিপদকে উপেক্ষা করার মতো একই পরিস্থিতিতে না পড়ে।

বদর যুদ্ধের সময়, মুসলমানদের দ্বারা বন্দী হওয়া অবিশ্বাসীদের একজন ছিলেন আবু আজ্জাহ। তিনি ছিলেন একজন কবি যে প্রায়শই ইসলাম এবং নবীকে (সঃ) কবিতা লিখে অপমানিত করতেন। নবী (সাঃ) যখন সিদ্ধান্ত নেন যে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্ত করা যেতে পারে, তখন আবু আজ্জাহ নবীর (সঃ) সাথে কথা বলেন এবং তাকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেওয়ার জন্য তার কাছে আবেদন করেছিলেন, কারণ তিনি দরিদ্র ছিলেন এবং তার একটি পরিবার ছিল। লোকটি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর নবী (সাঃ) তার অনুরোধটি অনুমোদন করলেন এই শর্তে যে তিনি আর কখনও নবীর (সঃ) সমালোচনা করবেন না বা ইসলামকে আক্রমণ করবেন না। যাইহোক, তাকে তার স্বাধীনতা প্রদানের পরপরই, আবু আজ্জাহ তার কবিতায় নবীকে (সঃ) আবার অবমাননা করে এবং ইসলামকে ব্যঙ্গ করে। কয়েক দিন পর তিনি আবার মুসলমানদের দ্বারা বন্দী হন। আবার তিনি তার মুক্তির জন্য নবীর (সঃ) কাছে আবেদন করেন একথা বলে যে তাকে তার দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করতে হয়। তার আবেদনের জবাবে, নবী (সাঃ) এই কথাটি বলেছিলেনঃ **'একজন মুমিনকে একই গর্ত থেকে দুইবার দংশন করা হয় না'।**

সুতরাং, হাদিসটির অর্থ হল যে একজন বিশ্বাসীর কখনই এতটা নির্বোধ হওয়া উচিত নয় যে সে একই কৌশলে একাধিকবার প্রতারিত হবে।

সূত্রঃ "Al-Adab al-Mufrad with Full Commentary: A Perfect Code of Manners and Morality" - Adil Salahi



উন্নত জীবনের লক্ষ্যে সময়ের সংব্যাবহার!

- ১. প্রথম কাজটি প্রথমে করুন:** আপনার জীবনের অগ্রাধিকারগুলি (Priorities) বের করুন। এক ঘণ্টা ব্যয় করার মূল্য কি? কোন কাজটি প্রথমে করতে হবে? কাজটি কি 'করতেই হবে', না 'করলে ভাল'?
- ২. গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর জন্য ধারাবাহিকভাবে সময় বরাদ্দ করুন:** আপনি যতক্ষণ না কমিউনিটির কাজ, বা অধ্যয়ন, বা পিতামাতা, স্ত্রী বা সন্তানদের সাথে সময় দান ইত্যাদি কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা এবং সময় নির্ধারণ না করবেন ততক্ষণ কাজগুলো আপনার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না; সম্ভাবনা আছে আপনি শেষ পর্যন্ত এই উচ্চ অগ্রাধিকার কাজগুলিকে অবহেলা করতে শুরু করবেন।
- ৩. প্রতিদিনের পাঁচটি নামাজকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর পরিকল্পনা করুন:** এ ব্যাপারে কোন আপোষ নাই। এটি শুধুমাত্র আপনার শৃঙ্খলার বিকাশ ঘটাবে না বরং একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করার জন্য আপনার ইচ্ছাশক্তিও গড়ে তুলবে।
- ৪. বার্ষিক আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির জন্য পরিকল্পনা করুন:** বিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করা, হজে যাওয়া, যাকাত দেওয়া,

কনফারেন্সে যোগ দেওয়া, কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি কাজের জন্য পরিকল্পনা করুন যাতে অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়গুলি আপনাকে আপনার লক্ষ্য থেকে বিভ্রান্ত না করে।

৫. সকালে উঠার অভ্যাস করুন: আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিশেষ করে যে সব কাজের জন্য মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন সে সব কাজ দিনের প্রথম দিকে করুন, এবং দেখবেন আল্লাহর কাছ থেকে বারাকা কি ভাবে যাদুর মতো কাজ করছে।

৬. অন্যের সময়ের গুরুত্ব দিন: মিটিং, ক্লাস বা কোন অনুষ্ঠানে শুরুর সময়ের ১০ মিনিট আগে প্রস্তুত থাকার অভ্যাস তৈরি করুন। আপনার যদি দেরী হবার সম্ভাবনা থাকে তবে অন্যান্যদেরকে জানিয়ে রাখুন। অন্যের সময়কে সম্মান করা আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণের অংশ। একটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র অন্যদের অসুবিধার কারণ নয় বরং তা তাদের কাছে আপনার সম্মান হারাবার সম্ভাবনা আছে।

৭. কাজটি এখনই করে ফেলুন! ভালো করার কোনো সুযোগ নষ্ট করবেন না। আপনার জীবনের কাজগুলো 'সঠিক' ভাবে করার জন্য 'বৃদ্ধ হওয়ার' অপেক্ষা করবেন না। আপনি যদি এখন একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ও উত্পাদনশীল (productive) জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে আপনি কীভাবে আশা করবেন যে আল্লাহ আপনাকে ভবিষ্যতে আবার আরও একটি সুযোগ দিবেন?

৮. আশাবাদী হন: জীবনের ব্যর্থতা এবং হতাশাগুলিকে আপনাকে আপনার উচ্চ লক্ষ্য থেকে বিভ্রান্ত হতে দেবেন না। সাময়িক বাস্তবতার বাইরে তাকান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করুন। অন্যথায়, আপনি এখন অথবা ভবিষ্যতেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

৯. আপনার কাছে যতই কম সময় থাকুক না কেন, আপনি একটি ইতিবাচক উত্তরাধিকারের কথা ভাবুন যা আপনি রেখে যেতে চান: আপনার জীবনে এবং অন্যদের জীবনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আজই আপনার উদ্দেশ্য তৈরি করুন। আপনি যদি আগামীকাল মারা যান, তাহলে আপনার সেই উদ্দেশ্য সকলের কাছে একটি 'মিশনারী জীবনের জন্য পরিকল্পনা' হিসাবে গণনা করা হবে। কিন্তু এটি ঘটবে না যদি আপনি একটি দৃঢ় উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা বিকাশের জন্য আজ থেকে কাজ শুরু না করেন।

সূত্র: "[9 Things You Can Do To Revive the Prophet's Time-Management Sunnah](#)" - Taha Ghayyur